তারিখ ... 22 MAY 2004
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪

যুগান্তর

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করলেই কি শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব?

সরকার সারাদেশে ১ হাজার ৩৭০টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া আরও ২ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও (মানথলি পেমেন্ট অর্ডার) এবং সরকারি অনুমোদন কেন বাতিল করা হবে না, সেজন্য তাদের কারণ দর্শাও নোটিশ দেয়া হচ্ছে। এই মর্মে একটি রিপোর্ট সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুশীল সমাজের কাছে একটি বিষয় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করলেই কি সামগ্রিক শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে? সরকারি সূত্রে বরাত দিয়ে সংবাদপত্রগুলো উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের কারণ হিসেবে যেসব তথ্য উপস্থাপন করেছে সেগুলো হল- ১. উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিগত ২০০২ সালের এসএসসি, এইচএসসি, দাখিল, আলীম ও ডিগ্রি পরীক্ষায় পাসের হার ছিল শূন্য। ২. এসব প্রতিষ্ঠান থেকে বিগত বছরগুলোয় পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা গড়ে ৫ থেকে সর্বোচ্চ ২৫ জন (কিন্তু পরীক্ষায় কেউই কৃতকার্য হতে পারেনি)। ৩. এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই কাগজে-কলমে অস্তিত্ব থাকলেও বাস্তবে কোন কার্যক্রম নেই। ৪. কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর চেয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা অনেক বেশি। ৫. ভুয়া ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষার সাধারণ মানের অবনতি ইত্যাদি। পিলে চমকে যাওয়ার মতোই সব অভিযোগ এবং সন্দেহাতীতভাবেই তা গুরুতর।

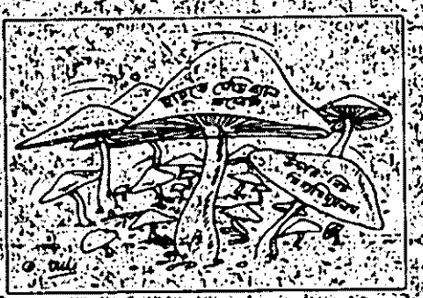

প্রিয় পাঠক, সংবাদপত্রে প্রকাশিত উপরোক্ত তথ্য, তথা অভিযোগগুলো যদি সত্য হয় তাহলে তথাকথিত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া সরকারের কর্তব্য। গুরুতর এ বিষয়টির প্রতি বর্তমান সরকার দৃষ্টি দেয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তারা ধন্যবাদ পাবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, বেসরকারি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারি অনুমোদন ও এমপিওভুক্তির জন্য যে সব শর্ত পূরণ করতে হয় সেগুলোর কোনটিই যথাযথভাবে পূরণ না করে অভিযুক্ত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি অনুমোদন লাভ এবং এমপিওভুক্ত হয় কী করে? এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান (ডিজি, ডিডি, ডিও) অর্পিত দায়িত্বের কতটুকু পালন করেছে? দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভাগীয় শিক্ষাবোর্ড রয়েছে ৭টি। তাদের দায়িত্বও নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষাবোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পঞ্চইন্দ্রিয়কে ফাঁকি দিয়ে কোন ইন্দ্রজালে এতগুলো ভুয়া শিক্ষা (!) প্রতিষ্ঠান বছরের পর

বছর ধরে নকল ছাত্রছাত্রী সংগ্রহ করে বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করাতে পারে? ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এরূপ জালিয়াতির যারা আশ্রয় প্রশ্রয়দাতা, সেসব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরকার কোন ধরনের ব্যবস্থা নেয় সেটাও দেখার বিষয়। অপরদিকে যে ২ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিও বাতিলের কারণ দর্শাও নোটিশ দেয়া হয়েছে সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই শহর এলাকার বাইরে অবস্থিত গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিগত বছরের পাবলিক পরীক্ষায় এসব প্রতিষ্ঠানের পাসের গড় হার ছিল ২০%-এর নিচে এবং বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের পাসের হার ছিল ৫% থেকে ১০%। এ পরিসংখ্যান থেকে এটা পরিষ্কার, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে শহর এলাকার বাইরের গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয়। দেশের বিভিন্ন গ্রামে অবস্থিত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠার বেশকিছু যৌক্তিক ও বাস্তব কারণ রয়েছে। শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানদণ্ড পার্থক্যটা বেশ ভালভাবেই ধরা পড়ে। কারণ অবকাঠামোগত থেকে শুরু করে হাজারও সমস্যা এসব প্রতিষ্ঠানে লেগেই আছে। এখন প্রশ্ন হল, বিদ্যমান এসব সমস্যা থেকে গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদ্ধার করার জন্য আমাদের সরকারগুলো বাস্তবভিত্তিক কোন পদক্ষেপ বা পরিকল্পনা কখনও গ্রহণ করেছে কি? জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দের কথা বলা হলেও গ্রামের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সব সরকারের আমলেই উপেক্ষিত থেকেছে। এ অবস্থায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মানসম্পন্ন শিক্ষা সরকার কী করে আশা করতে পারে সেটাই বরং আশ্চর্যের বিষয়।

দেশের প্রত্যেকটি সেক্টর দুর্নীতিগ্রস্ত, এবং খোদ শিক্ষা ডিপার্টমেন্টগুলোই দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এসব তথাকথিত শিক্ষা ডিপার্টমেন্টগুলোর ওপর ভরসা করে হাজার হাজার ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জন্ম নেবে এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে, বিনিময়ে শিক্ষা ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বিলাসী জীবনযাপনের রসদ যুগিয়ে যাবে দিনের পর দিন, এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু, সরকার যখন ভুয়া ও মানহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তখন তাদের আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতাদের ব্যাপারে সরকারি সিদ্ধান্তের বিষয়টিও গুরুত্বের দাবি রাখে।

হাসিম উদ্দিন আহমেদ
সাবুয়া, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ